চতুর্দশ অধ্যায়

সাধারণ প্রশাসন

জেলাশাসক ও সমাহর্তা জেলায় রাজ্য সরকারের প্রধানতম প্রতিনিধি। তাঁর মাধ্যমে রাজ্য সরকার জেলার প্রশাসনিক, রাজস্ব সংত্র(ান্ত এবং উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি করে। জেলা প্রশাসনের সর্বময় কর্তা হিসাবে সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলার অবস্থা তিনি তত্ত্বাবধান করেন। অন্যদিকে সমাহর্তা হিসাবে জেলা ভূমি ও ভূমি-সংস্কার আধিকারিকের মাধ্যমে ভূমি-রাজস্ব ও ভূমি সংস্কারের কাজ এবং বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক ও জেলা (তিপূরণ আধিকারিকের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ ও (তিপূরণ দানের বিষয় তিনি পরিচালনা করেন। জেলার সমগ্র পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেলা পরিষদের তিনি নির্বাহী আধিকারিক। আবার জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমা শাসক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের সাহায্যে পঞ্চায়েত প্রশাসনের তদারকি, পঞ্চায়েত নির্বাচন পরিচালনা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে তৃণমূলস্তরে উন্নয়নমূলক কাজ তিনি তত্ত্বাবধান করেন। পূর্ত, সেচ, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি দপ্তরের কাজও তিনি সরাসরি বা জেলা পরিষদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করেন। তপসিলী জাতি ও উপজাতীয় জনসাধারণের এবং অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের শংসাপত্র প্রদান থেকে শু(করে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ, মোটর পরিবহণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, সিনেমা হল, ভিডিও হল ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা, আবগারী শুল্ক সংত্র(ান্ত কাজ, ট্রেজারী, অসামরিক প্রতির(া, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তিনি বিভাগীয় আধিকারিক বা সমাহর্তালয়ের উপশাসকদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় জেলাশাসককে দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে চারজন অতিরিক্ত(জেলাশাসক সহায়তা করেন। এরমধ্যে দুজন অতিরিক্ত(জেলাশাসক সমাহর্তালয়ের দৈনন্দিন কাজের তদারকি করেন, একজন অতিরিক্ত(জেলাশাসক জেলা পরিষদের অতিরিক্ত(নির্বাহী আধিকারিকের দায়িত্ব পালন করেন এবং একজন অতিরিক্ত(জেলাশাসক জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রূপে সংশিষ্ট বিষয়ে দৈনন্দিন কাজ দেখভাল করেন, অতিরিক্ত(জেলাশাসকদের (মতা জেলাশাসকের সমতুল্য এবং সমগ্র জেলার (ে)ত্রে প্রযোজ্য।

মুর্শিদাবাদ জেলায় মহকুমার সংখ্যা পাঁচটি। মহকুমার প্রশাসনিক কর্তা মহকুমা শাসক। তাঁকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করেন কয়েকজন উপশাসক ও উপসমাহর্তা। জেলাতে তথা সদর মহকুমাতেও জেলাশাসক, অতিরিক্ত(জেলাশাসক ও মহকুমা শাসককে দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে কয়েকজন উপশাসক ও উপসমাহর্তা সাহায্য করেন।

জেলার মহকুমা ভিত্তিক উপশাসক ও উপসমাহর্তার সংখ্যা নিচে দেওয়া হ'ল।

সদর	—	১১ জন
লালবাগ	—	৪ জন
জঙ্গীপুর	—	৩ জন
কান্দী	—	৪ জন
ডোমকল	—	২ জন

জেলাশাসক ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের আধিকারিক। অতিরিক্ত(জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকেরা ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস বা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল (এক্সিকিউটিভ) সার্ভিসের আধিকারিক অন্য দিকে উপশাসক ও উপসমাহর্তারা সকলেই ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (এক্সিকিউটিভ) এর আধিকারিক। জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাধারণ প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন জেলাশাসকের করণ ও সমাহর্তালয় থেকে। এই কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগগুলি প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধারণ বিভাগ (জেনারেল) ঃ এক সময় ইংরাজি ভাষাতে যে পত্র বিনিময় হ'ত তা এই দপ্তরের মাধ্যমে হ'ত। তাই সাধারণ বিভাগকে ঐতিহ্যগতভাবে অনেকে ইংলিশ বিভাগ বলে থাকে। জেলাশাসক ও সমাহর্তার উদ্দেশ্যে লেখা সমস্ত চিঠি এই বিভাগে জমা হয় এবং এখান থেকে সমাহর্তালয়ের অন্য বিভাগগুলিতে পাঠান হয়। ২০০২ সালে এই বিভাগের মাধ্যমে ১৩,৯০৯ টি চিঠি পাঠানো হয়েছে। আবার সমাহর্তালয়ের বিভিন্ন বিভাগ অন্য দপ্তরের রাজ্য সরকারের কাছে বা বিভিন্ন ব্যক্তি(ও প্রতিষ্ঠানের কাছে যে চিঠি পাঠায় তা এই বিভাগের মাধ্যমে যায়। জেলাশাসকের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের নিরী(া প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন এই বিভাগের মাধ্যমে উপযুক্ত(কর্তৃপ(ের কাছে পাঠান হয়। দেশের প্রতির(া

বিভাগে যে জওয়ানরা কাজ করেন তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ সুবিধাগুলি দেখা এবং যারা প্রতির(া দপ্তর থেকে অবসর নিয়েছেন তাঁদের স্বার্থে কল্যাণমূলক কর্মসূচী রূপায়িত করা এই বিভাগের কাজ।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য যে মিড ডে মিল কার্যত্র(ম চালু আছে তা এই বিভাগের মাধ্যমে দেখাশোনা করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে জেলার ২৬টি ব্লকে ও ৭টি পৌরসভার ৩,৪৫৮টি স্থানে ৭১,০৪৪.৩৬ কুইন্টাল চাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিলি বন্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ২,০০২-০৩ সালে জেলার ২৬টি ব্লকে ও ৭টি পৌরসভার ৩৪৫৮টি স্থানে ২,০০,০৫৬.২৩ কুইন্টাল চাল ৬৬,৬৮,৫৪১ জন ছাত্রছাত্রীকে বিলি বন্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে পরী(ামূলক ভাবে রান্না করা খাবার দেওয়া শু(হয়েছে। ৩১ শে মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত ৫ টি ব্লকে ৫৭,১৩২ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীকে রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারী আবাসন বিতরণ, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরী(ার ব্যবস্থা ইত্যাদি এই দপ্তরের দায়িত্ব। আদমসুমারী/জনগণনা, কর্মীদের পরিচয় পত্র প্রদান, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ইত্যাদি জাতীয় উৎসব উদযাপন এই বিভাগের কাজ।

ন্যায়িক মুন্সিখানা ঃ এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি(র কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা বা বহন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। সিনেমা হল ও ভিডিও হলগুলো চালানোর অনুমতিও এই বিভাগ দিয়ে থাকে। অনুমতি প্রদানের সময় অনুমতি ফি এবং সিনেমা হল, ভিডিও হল ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের (ে ত্রে আমোদ-প্রমোদ জনিত কর সংগ্রহ করে রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি করে।

বে-আইনী অস্ত্র রাখার দায়ে কোনও ব্যক্তি(অভিযুক্ত(হলে তার বি(দ্ধে মামলা (জু করার অনুমতি জেলা শাসক এই দপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করেন। জেলার বিচার বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের কাজও এই দপ্তরের মাধ্যমে হয়। সংশোধনাগার গুলির ওপর জেলাশাসকের প্রশাসনিক তদারকি, মহকুমা শাসকদের বিচারালয় গুলির তদারকি, পুলিশ বা জেল হেফাজতে মৃত্যুর ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত ইত্যাদিও এই দপ্তরের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এই জেলায় বর্তমানে স্থায়ী সিনেমাহলের সংখ্যা ১৩টি (৩টি বন্ধ) অস্থায়ীভাবে চলছে ২৮টি (২টি বন্ধ)। ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে সিনেমা, ভিডিও হলগুলি থেকে আমোদ প্রমোদ জনিত কর আদায়ের পরিসংখ্যান সারণী-১৪.১ এ দেওয়া হয়েছে।

জেলাতে আগ্নেয়াস্ত্র কেনা বেচার ডিলারের সংখ্যা ২ এবং আগ্নেয়াস্ত্র সারানোর লাইসেন্স আছে ৩ টি প্রতিষ্ঠানের। ২০০১-০২ ও ২০০২-০৩ সালে নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমতি প্রদানে ও পুণর্নবীকরণের মাধ্যমে ১,৩৫,৮৩৫ টাকা ও ১,২৮,০৯৫ টাকা কর সংগ্রহ করা হয়েছে।

জেলাতে কার্বাইড লাইসেন্স আছে ২ টি, পয়জন লাইসেন্স আছে ৫২ টি, কেরোসিন ও ডিজেল পাইকারি বিত্র(য় -এর লাইসেন্স আছে ১১৪টি এবং সিনেমা অপারেটিং লাইসেন্স আছে ১৩০টি।

সারণী - ১৪.১

উৎস ও কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাকা)

সাল	ভিডিও	সিনেমা হল	ইলেকট্রিসিটি ডিউটি	কেবল সংযোগ
১৯৯২-৯৩	৩৩,৭৪,৯৬৩	৫২,৭৪,০৯৪	১,৯০,৭৮৪	-
১৯৯৩-৯৪	৪৯,৩৩,৩৭৬	৫৪,২০,৮৮৬	৩,৫৯,২৩২	-
১৯৯৪-৯৫	৩৪,৪২,২১৪	৪৭,০৫,৬২২	১,০৬,৪৪৯	-
১৯৯৫-৯৬	২১,৮৮,১৪৫	২৬,৬০,৬৪৩	-	-
১৯৯৬-৯৭	৩১,৭৮,৮৫৫	৫৪,৬২,৪৫৫	-	-
১৯৯৮-৯৯	৩৬,২৭,৪১০	৫৫,৯৬,০২০	৮৭,৭৮৫	
১৯৯৯-০০	-	-	-	-
২০০০-০১	৩২,৬২,৭৩২	৫৭,৮৯,৭২২	২৪১৮২	২,৯৯,১৪৭
২০০১-০২	৩৭,২১,২৪৯	৪৮,৮৯,১৯৪	১,৩৬,৫৮০	৩,৮৪,৩৩৭
২০০২-০৩	**৩৭,৬১,৩৮৭**	**৩১৬১৪১৭**	**৯৩,০৬৮**	**৬,২১,১২০**

আদালতের ত্রে(াকী পরোয়ানা জারি বিভাগ (সার্টিফিকেট) ঃএই বিভাগটির কাজ পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী অ্যাক্ট, ১৯১৩ অনুযায়ী সরকারী বাকী বকেয়া যেমন—জমির খাজনা, ভাড়া, জরিমানা এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অনাদায়ী টাকা ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করা। অতিরিত্ত(জেলাশাসক সাধারণ, অতিরিত্ত(জেলাশাসক উন্নয়ন এবং জেলা শাসক নিজে এই বিভাগের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। কয়েকজন প্রাধিকার প্রাপ্ত উপশাসক সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে কাজ করেন।

পদের নাম	**অনুমোদিত পদ**	**কর্মী সংখ্যা**
পরোয়ানা আধিকারিক	১	১
প্রধান করণিক	১	১
করণিক	৬	৬
পিওন	২	২
আরদালী পিওন	১	১

১৯৯৮-৯৯ ও ২০০১-০২ মহকুমা ভিত্তিক বকেয়া আদায়ের প্রতিবেদন সারণী-১৪.২ তে দেওয়া হ’ল।

অসামরিক প্রতির(া (সিভিল ডিফেন্স) ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় অসামরিক প্রতির(া বিভাগের কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৯৬৭ সালে। ঐ সময় বহরমপুর পৌর এলাকা ও কাশিমবাজার সহ কয়েকটি মৌজাকে অসামরিক প্রতির(া এলাকাভুক্ত(করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালে বহরমপুর থানার সমগ্র এলাকাকে এবং জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন ফরাক্কা থানার কিয়দংশ, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প এবং তৎসন্নিহিত ৫টি মৌজা (বেওয়া, গোবিন্দপুর, শ্রীমন্তপুর, লাঙ্গলডিহি, রামনগর, বেনিয়াগ্রাম) কে এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত(করা হয়েছে।

অসামরিক প্রতির(া বিভাগের মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিয়ে এমন একটি প্রতির(া ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুর আত্র(মণজনিত (য়(তির পরিমাণ লাঘব করতে ও জনসাধারণের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করবে। প্রয়োজনে অসামরিক প্রতির(া বিভাগ প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন খরা, বন্যা, ভূ-কম্পন, বড় ধরনের দুর্ঘটনাজনিত পরিস্থিতিতে মানুষের সেবায় কাজ করে থাকে। এছাড়াও এই বিভাগ বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে অসামরিক প্রতির(া বিষয়ক প্রশি(ণ শিবির পরিচালনা করে। গত ২০০০-২০০১ সালে বিভাগটি মোট ১৭টি প্রশি(ণ শিবিরে ১৪৯১ জনকে প্রশি(ণ দিয়েছে। ২০০১-০২ সালে প্রশি(ণ দেওয়া হয়েছে ১,২৬৮ জনকে।

জেলায় এই দপ্তরের প্রধান হলেন অসামরিক প্রতির(া নিয়ামক। জেলা শাসকই পদাধিকারবলে নিয়ামক নিযুক্ত(হন।

সারণী - ১৪.২

মহকুমা ভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের কেসের পরিসংখ্যান ও অনাদায়ী টাকার পরিমাণ

মহকুমা	কেসের ধরণ	কেসের সংখ্যা		অনাদায়ী টাকার পরিমাণ	
		১৯৯৮-৯৯	২০০১-০২	১৯৯৮-৯৯	২০০১-০২
সদর	ব্যাঙ্ক কেস	৭৩৫৪	৫৪০১	২,৯৯,৮৭,১৪১.০০	৯৪,২৯,৪০১.৫৯
	অন্যান্য কেস	৪১৮৯	৪০৯০	৮৩,৮৭,০৯৩.০০	৬৮,১৮,০৫২.৬২
লালবাগ	ব্যাঙ্ক কেস	২৪৭৬	২৪১১	৭৯,৫৭,৭০৪.০০	১,২৩,১১,৬২৯.০০
	অন্যান্য কেস	১৩১১	১৫৪৯	৬২,২৩০,০৬০	৬০,৫৫,৮৯৯.০০
জঙ্গীপুর	ব্যাঙ্ক কেস	৩৭৯৪	৩৫৩৪	১,৬৯,২৬,৯২৬.০০	১,৩৭,৭৬,৫৫৯.০০
	অন্যান্য কেস	১০৫৫	১০৮৪	৪১,০৩,২৪২.০০	৯৭,০৮,২৪২.৫৫
কান্দী	ব্যাঙ্ক কেস	২৩৯৯	১৫৭৮	১,১৭,৩৭,৬৯১.০০	৬৩,২৭,৬৭৩.৪০
	অন্যান্য কেস	১৬০৫	-	৫৬,৪৮,০২৭	-
ডোমকল	ব্যাঙ্ক কেস	-	১৩২১	-	১,০৫,৭১,১৩৫.১০
	অন্যান্য কেস	-	৪৩	-	১৮,৬০,৫৮৭.০০

sir computer /Desktop/Folder/ Murshidabad t/File Chapter
Prasasan

নিয়ামককে দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করার জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্য সরকার বিভাগীয় কাজের সংগঠন, প্রশি(ণ ইত্যাদির জন্যে কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। প্রশাসনিক ভবন, খাগড়া ইলেকট্রিক সাপ-ই অফিস, কাশিমবাজার রেলওয়ে স্টেশন এবং বোর্স্টাল স্কুল--এই চারটি স্থানে চারটি সাইরেন বা বিপদসংকেত ব্যবস্থার দেখভাল করে এই বিভাগ। এই বিভাগ পরিচালনায় ২০০০--২০০১ ও ২০০১-২০০২ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হল যথাত্র(মে ২১,৬০,৪১৮ টাকা ও ১৯,৮৪,৭৭৮ টাকা। বর্তমানে অনুমোদিত পদগুলির এবং ওই পদে আসীন কর্মীর সংখ্যা নিম্নরূপ -

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মীসংখ্যা
সিনিয়র স্টাফ অফিসার ইন্স্ট্রাক্টর	৩	১
স্টাফ অফিসার ইন্স্ট্রাক্টর	৬	৬
উচ্চবর্গীয় সহকারী	৩	৩
অবর বর্গীয় সহকারী	৩	৩
চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী	৬	৬

সাধারণ ত্রাণ বিভাগ (নর্মাল রিলিফ ডিপার্টমেন্ট)ঃ বন্যাপ্রবণ মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা ও নদনদীর পাড়ের ভাঙনের ফলে গবাদি পশু সহ ফসলের ব্যাপক (তি করছে। মানুষ হয়ে যাচ্ছে গৃহহারা-সর্বহারা। বিশেষ করে কান্দী মহকুমার সমগ্র অঞ্চল। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের ভাঙন মানুষকে সব সময় চিন্তিত রেখেছে। প্রশাসনিক দিক দিয়ে (তিগ্রস্ত মানুষদের আবার স্বাবলম্বী করে তোলার প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা নেওয়া হয় সাধারণ ত্রাণ দপ্তরের মাধ্যমে। জেলায় জেলাশাসক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের মাধ্যমে ত্রাণের কাজের দেখভাল করেন। যে সমস্ত কাজকর্ম এই দপ্তরের মাধ্যমে হয় সেগুলি হ'ল বন্যা বা খরা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে (তিগ্রস্ত মানুষদের শুকনো খাবার সরবরাহ, বাড়িঘর নতুন করে তৈরী করতে আর্থিক অনুদান দেওয়া, পারিবারিক (য়(তির জন্য এককালীন অনুদান দেওয়া ও কিছু দিনের জন্য রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার আশ্রয় ইত্যাদি। বিগত কয়েক বছরের ত্রাণকার্যে ব্যায়িত অর্থের পরিমাণ, সারণী-১৪.৩ এ দেওয়া হ'ল। সাধারণ ত্রাণ দপ্তরের জন্য অনুমোদিত পদের সংখ্যা এবং ঐ পদে আসীন লোকের সংখ্যা নিম্নরূপ-

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	আসীন কর্মীসংখ্যা
জেলা ত্রাণ আধিকারিক	১	—
মহকুমা ত্রাণ আধিকারিক	৪	৪
অবর সহ বাস্তুকার	৪	৪
ব্লক ত্রাণ আধিকারিক	২৬	২২
বর্গীয় সহকারী	৬৪	৫৩
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৩১	২৪

জেলা পরিবহণ দপ্তর ঃ মোটর ভেলিকলস আইন ও বিধিসমূহ অনুযায়ী জেলাশাসকের দপ্তরের এই বিভাগটি কাজ করে। জেলার সমস্ত রকমের যন্ত্রচালিত যানবাহনের এই দপ্তরে নিবন্ধী-করণ হয়। এছাড়া ড্রাইভিং লাইসেন্স, কনডাক্টারি লাইসেন্স এই দপ্তর থেকেই দেওয়া হয়। এই দপ্তর পরিচালনার জন্য আছে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি। জেলাশাসক পদাধিকার বলে ওই

সারণী- -১৪.৩

ত্রাণ দপ্তরের আয় ও ব্যয় (টাকা)

ত্রাণকার্য	২০০০-০১		২০০১-০২		২০০২ -২০০৩	
	প্রাপ্তি	খরচ	প্রাপ্তি	খরচ	প্রাপ্তি	খরচ
সাধারণ ত্রাণ (নিয়মমাফিক)	৭৮,৩৫,৫২০	৫৫,৯৬,৮০০	৭৪,৯৮,৪৪০	৭৪,৯৮,৪৪০	৬২,৮৩,৬৮০	৬২,৮৩,৬৮০
সাধারণ ত্রাণ (বিশেষ)	১১,৭১,০২,৫০০	৮,৪৫,২৬,৩০৫	১,৫৩,৫০০	১,৫৩,৫০০	১,৬৬,৫০০	১,৬৬,৫০০
সাধারণ ত্রাণ (বুভু( )	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	০	০	৪০,০০০	৪০,০০০
গাড়ীভাড়া ও শ্রমবাবদ	২,৪৫,৩৫২	১,৪৫,৪৬৬	২,৪৬,৬৩২	২,২৮,৯১৯	১,০০,০০০	৮৭,৬১৬
আকস্মিক খরচ (বন্যা)	৪,৩২,৩৫,০০০	৩,১২,৯৯,৯৩৫	৪০,০০০	৩৯,১৮২	৫০,০০০	৪৮,৮৮১
পশুখাদ্য	২২,৯৪,০০০	২২,৯৪,০০০	০	০	০	০

কমিটির সভাপতি এবং আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা (আর. টি.ও.) ঐ কমিটির সচিব। দৈনন্দিন কাজে তাঁকে সাহায্য করেন পাঁচজন মোটর ভেহিকল্‌স ইন্সপেক্টর। ২০০২-০৩ সালে এই দপ্তর মোট ৬৯৭৭টি ব্যক্তি(গত এবং ১৩৫৪টি পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েছে। এই সময়ে ৯৮৯৯টি ব্যক্তি(গত এবং ১৮৭৬টি পেশাদার লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। নতুন গাড়ী নিবন্ধীকরণ হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তি(দের ১৩ টিপরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ১,২৩,৫০০ টাকা এই দপ্তরের গত কয়েক বছরে রাজস্ব সংগ্রহের খতিয়ান নিচে দেওয়া হ'ল।

সারণী -১৪.৪

জেলা পরিবহণ দপ্তর, রাজস্ব সংগ্রহের খতিয়ান

সাল	ল(্যমাত্রা (কোটি টাকা)	সাফল্য (কোটি টাকা)
১৯৯৯-০০	৩.৫০	৩.২৫
২০০০-০১	৩.৫০	৩.২৭
২০০১-০২	৪.৫০	৩.৯৮
২০০২-০৩	--	৩.৭২

ভারত বাংলাদেশ পাসপোর্টঃ ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট ১৯৬৭ অনুযায়ী জেলাশাসকের অফিসে ইন্দো বাংলাদেশ পাসপোর্ট দেওয়া হয় ওপুনর্নবীকরণও করা হয়। সাধারনত সিনিয়র ডেপুটি কালেক্টর পাসপোর্ট আধিকারিক হিসাবে পাসপোর্ট প্রদান ও পুনর্নবীকরণ করেন। গত কয়েক বছরের তথ্য নিচে দেওয়া হ'ল -

সারণী ১৪.৫

পাসপোর্ট প্রদান ও পুনর্নবীকরণ

সাল	দরখাস্ত	নতুন পাসপার্ট	পুনর্নবীকরণ	আয় (টাকা)
২০০০-০১	৩২৫	৩১২	১৫৪	
২০০১-০২	৩৭২	৪৯৩	১৭০	
২০০২-০৩	২৯৮	৩১৫	১১৫	১,৭১,১০০

রাজস্ব মুন্সিখানা ঃ সমাহর্তালয়ের এই দপ্তরটি সরকার যুক্ত(আছে এমন দেওয়ানি মামলার তদারকি করে। সরকারী আইনজীবিদের (জি.পি./এ.জি.পি) তালিকা তৈরী ও নিয়োগ, স্ট্যাম্প ভেন্ডার নিয়োগ ও নন্‌-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প বিত্র(য় ব্যবস্থার তদারকি, সরকারী কর্মচারীর আইনী উত্তরাধিকারী নির্ধারণ ও শংসাপত্র প্রদান, প্রবেট মামলার সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের কাজও এই দপ্তর করে থাকে।

সারণী -১৪.৬

রাজস্ব মুন্সিখানা - মামলা সংত্র(ান্ত তথ্য

বিষয়	পুরানো মামলা	নতুন মামলা	নিষ্পত্তি	বকেয়া
২০০০-০১				
সিভিল সুট	৭৪৩৭	৬৫৬	১২৩	৭৯৭০
সিভিল (ল	৬৭০৫	২২৭	২৫	৬৯০৭
প্রবেট কেস	১২	১৪	৬	২০
লিগাল হেয়ার	১	৭	৮	--
ডিত্র(ী এক্সিকিউসান্‌	১৩	--	--	১৩
পপার কেস	--	৩	৩	--
স্ট্যাম্প ইমপাউন্ড	৫৩০	--	৮	৫২২
স্ট্যাম্প রিফান্ড	১৩৬	৪৬৪	৫৩৯	৬১
হাউস বিল্ডিং লোন	১০	৫১	৬১	--
ম্যারেজ লোন ইত্যাদি	১	১	--	--
মোটরসাইকেল লোন	৪০	২২	৬২	--
২০০১-০২				
সিভিল সুট	৭৯৭০	২৮৭	১১	৮২৪৬
সিভিল (ল	৬৯০৭	১৫	--	৬৯২২
প্রবেট কেস	২০	৬৬	২০	৬৬
লিগাল হেয়ার	--	৮৩	৪০	৪৩
ডিত্র(ী এক্সিকিউসান্‌	১৩	--	--	১৩
পপার কেস	--	৩	৩	--
স্ট্যাম্প ইমপাউন্ড	৫৩০	--	২১	৫০৯
স্ট্যাম্প রিফান্ড	৬১	৬৯২	৭১১	৪২
হাউস বিল্ডিং লোন	--	৮৬	৭৬	১০
ম্যারেজ লোন ইত্যাদি	--	১	--	১
মোটরসাইকেল লোন	--	৩৯	১১	২৮
২০০২-০৩				
সিভিল সুট	৮৩৩০	৪৭৬	৭৬	৮৭৩০
সিভিল (ল	৬৯২২	৩০	০২	৬৯৫০
প্রবেট কেস	৬৬	৭২	৫০	৮৮
লিগাল হেয়ার	৪৩	২৮০	২৪৩	৩৭
ডিত্র(ী এক্সিকিউসান্‌	১৩	--	--	১৩
স্ট্যাম্প ইমপাউন্ড	৫০৯	--	৫০৯	--
স্ট্যাম্প রিফান্ড	৪২	৬৪৫	৬৩৮	৪৯
হাউস বিল্ডিং লোন	১০	১৬	৬	২০

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ঃ এই দপ্তর মূলত জেলার পঞ্চায়েত প্রশাসনের তদারকি করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের একীকরণ হয়েছে। জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনও এই দপ্তরের তত্ত্বাবধানে হয়। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হলেন জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক। দৈনন্দিন কাজে তাঁকে সহায়তা করেন উপ জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, এক জন সম্প্রসারণ আধিকারিক (পঞ্চায়েত) এবং একজন পঞ্চায়েত অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস্ অফিসার। জেলায় বিভিন্ন ব্লকেও এই দপ্তরের কর্মচারী আছে। ব্লক প্রশাসনে পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মীসংখ্যার সাম্প্রতিক চিত্র নিচে দেওয়া হ'ল।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এক হওয়ার পর ব্লক স্তরের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন প্রশাসনের তত্ত্বাবধানও এই দপ্তর করে। গ্রামোন্নয়ন প্রশাসনের ব্লক স্তরের কর্মী সংত্র(া্ত তথ্য দেওয়া হ'ল -

পূর্বতন পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মীসংখ্যা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মী সংখ্যা
সম্প্র.আধিকারিক (প)	২৬	২৪
পি.এ.এ.ও	২৬	২৩
পঞ্চায়েত করণিক	২৬	২৪
পঞ্চায়েত পিওন	২৬	২২
গ্রা.প.সচিব	২৫৪	২০৭
কর্মসহায়ক	২৫৪	২৪২
সহায়ক	২৫৪	১৭৮
গ্রা.প.কর্মী	৭৬৩	৭২৫
প.স.কর্মী (উচ্চবর্গীয়)	২৬	১৮
প.স.কর্মী (নিম্নবর্গীয়)	২৬	১১

পূর্বতন গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কর্মীসংখ্যা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মীসংখ্যা
যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক	২৬	১৩
অবর সহ বাস্তুকার	২৬	২৪
পরিদর্শক (কর্মসূচী ও মূল্যায়ন)	২৬	৩
অ্যাকাউনটেন্ট - হেডক্লার্ক	২৬	২১
অ্যাকাউন্টস্ ক্লার্ক	২৬	৯
করেসপন্ডেন্স ক্লার্ক	২৬	২০
টাইপিস্ট ক্লার্ক	২৬	১৯
গ্রামসেবক	২২৯	১২৬
গ্রামসেবিকা	৫২	৪৩
ড্রাইভার	১৪	১১

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে যে প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় সেগুলি হ'ল জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জাতীয় মাতৃত্ব জনিত প্রকল্প এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গত কয়েক বছরের তথ্য সারণী -১৪.৭ এবং ১৪.৮ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী- ১৪.৭
কৃষি মজুরদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প

বছর	২০০০-০১	২০০০-০১
নিবন্ধীকরণ	৩১,২২৯	৩২,৬৮৫
বরাদ্দ (টাকা)	২,৯৯,১৪০	১,৪৮,২৬০
ব্যয় (টাকা)	১৯,৭০০	৫০,০০০

সারণী- ১৪.৮
বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি

সাল	প্রকল্পের নাম	ল(্যমাত্রা	সাফল্য	বরাদ্দ অর্থ (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
২০০০-০১	জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	২৪৬৩৫	২৪৬২৬	৩৪১৩৭০০০	৩৩৪৭১৩২৫
	জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প	৬২৫	৭৪৩	৭৮০৯৫০০	৭৫৭৭০০০
	জাতীয়মাতৃত্ব জনিত সহায়তা প্রকল্প	৭২৩০	৯৯৮৩	৫৪৮০৯০০	৫১৩১৫০০
২০০১-০২	জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	২৪৬৩৫	২৪৬২৭	২১০৬৫৭৮৭	১৯৮৩১৩৪৩
	জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প	৫১৪	৬৬৩	৪৮১৯০২৭	৪৮০০২৪২
	জাতীয় মাতৃত্ব জনিত সহায়তা প্রকল্প	৭৪৪৯	৭৪৪৯	৩৭৩২৪০০	৩৭২৪৭১৭
২০০২-০৩	জাতীয় বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প	--	--	১৭২১১৮৫০	১৩৫৭১০০০
	জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প	--	--	৪৫৫২০০০	৪৫৪৭০০০
	জাতীয় মাতৃত্ব জনিত সহায়তা প্রকল্প	--	--	১৬৯১০০০	১৬৮৭৯২০

জন অভিযোগ সহায়তা এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ ঃ ২৩.১২.১৯৯৮ তারিখে ১৮৩৮(১৫০)-পি.এ.আর. ক্রমাঙ্কিত মুখ্য সচিবের নির্দেশনামায় জেলাশাসকের দপ্তরে জন অভিযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। জেলাতে জেলাশাসক জন অভিযোগ ও সহায়তা আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন। দৈনন্দিন কাজে তাকে সাহায্য করেন একজন উপশাসক। এজন্য যেমন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অভিযোগ জমা দেওয়া যায় তেমন সমাহর্তালয়ের রাখা অভিযোগ বাক্স ও পরামর্শ বাক্সতেও কোন চিঠি ফেলা যায়। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের করণেও একই রকম ব্যবস্থা আছে। গত কয়েক বছরে এই দপ্তরে জমা করা অভিযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য নিচে দেওয়া হল। একই সাথে গত কয়েক বছরে জেলাশাসকের দপ্তরে জমা পড়া নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ ও তার ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য দেওয়া হ'ল। এই দপ্তরে ২০০০,২০০১,২০০২ ও ২০০৩ সালে (সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত) অভিযোগ জমা পড়েছে যথাক্রমে ১৪১ টি, ২৫০ টি, ৩৯৮ টি এবং ৩৩৫ টি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সময় মত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে।

২০০০ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগপত্র জমা হয়েছে ২৮১টি। প্রতিটি অভিযোগই তদন্ত ও ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাতে পাঠানো হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৪ টি ক্ষেত্রে।

উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ঃ- মুর্শিদাবাদ জেলায় উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুর্নবাসন বিভাগ খোলা হয় ১৯৫২-৫৩ সালে। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে এই বিভাগ কাজ আরম্ভ করে। উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করা এবং তাদের হাতে জমির দলিল পত্র তুলে দিয়ে বসবাসের জায়গাটিকে আইনসিদ্ধ করা ও কলোনীর উন্নতি সাধন, এই বিভাগের কাজ। শহর এলাকায় উদ্বাস্তু হলে ১০ কাঠা বাড়ীর জন্য জমি জবর দখলকারীর ক্ষেত্রে ৫ কাঠা জমি বন্টন করা হয়। গ্রাম এলাকার বাড়ীর জন্য ১০ কাঠা এবং ৯ বিঘা কৃষি জমি উদ্বাস্তু এবং জবর দখলকারী উভয় ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়। এ যাবৎ এই বিভাগ দ্বারা যে সমস্ত কলোনী তৈরী হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪টি। শহর এলাকায় ৭টি গ্রাম এলাকায় ১৮টি এবং জবর দখল কলোনী ৯টি। কলোনীর সামগ্রিক উন্নয়ন যেমন রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাগুলিও এই বিভাগে থাকে। মোট ৪০৯৯ টি পরিবারকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত ৪৩০৫ টি দলিল প্রদান করে বসবাসকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সালে ১৩টি কলোনীর সামগ্রিক উন্নয়নে ৫২,৩৯,০২৪ টাকা খরচ করা হয়েছে।

সারণী -১৪.৯

উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুর্নবাসন দপ্তরের বিভিন্ন পদের সংখ্যা

পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মী সংখ্যা
ত্রাণ আধিকারিক	১	১
প্রধান করণিক	১	১
উচ্চ বর্গীয় করণিক	৫	৫
নিম্ন বর্গীয় করণিক	২	২
টাইপিস্ট	১	১
সার্ভেয়ার	১	১
আমিন	২	২
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী	৪	৪
চেনম্যান	৩	৩

খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ঃ এই দপ্তরের মূল লক্ষ্য হ'ল সর্বসাধারণের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন ও তদারকি করা। জেলায় মুখ্য নিয়ামক, খাদ্য ও সরবরাহ, এই কাজটি দেখাশোনা করেন। প্রতি মহকুমায় একজন করে মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক আছেন। জেলা নিয়ামক মহকুমা নিয়ামকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাদি করেন। খাদ্য তালিকার মধ্যে মূলত চাল, গম, চিনি ইত্যাদি সরবরাহ এবং পেট্রোল ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য সরবরাহে নজরদারী করেন এবং মূল্যায়ন করেন। এই জেলায় বর্তমানে ১৩১২ জন এম আর ডিলার আছেন। এফ সি আই গোডাউন থেকে ৯৫ জন ডিলার খাদ্য শস্য তোলার পর তা ঐ ১৩১২ জন এম আর ডিলারদের সরবরাহ করেন। এম আর ডিলাররাই সরাসরি জনসাধারণের মধ্যে তা বিতরণ করেন। করযুক্ত চিনির পাইকারী ডিলারের সংখ্যা হ'ল ৪৩ এবং করবিহীন চিনির পাইকারী ডিলারের সংখ্যা হ'ল ৫৬। বিভিন্ন চালমিল থেকে চাল যোগাড় করাও জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আর একটা কাজ। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯৯৭-৯৮ এবং ১৯৯৮-৯৯ সালে মিলগুলি থেকে মোট চাল সংগ্রহের পরিমাণ দেওয়া হ'ল -

বৎসর	চাল সংগ্রহের লক্ষ্য (মে. টন)	চাল সংগ্রহের পরিমাণ (মে. টন)
১৯৯৭-৯৮	৬৬০.০০	৫৫৫.০০
১৯৯৮-৯৯	৬০০.০০	৩৮৫.৪৭

১৯৯৮-৯৯ সালে আবন্টিত খাদ্যশস্য চিনি ও কেরোসিন তেলের পরিমাণ নিম্নরূপ-

খাদ্যশস্য ও কে. তেল	মোট অবন্টিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ (মে. টন)	এম আর ডিলার কর্তৃক গ্রহণের পরিমাণ (মে. টন)
চাল	২৭৭০৩	২১৫১৫.৭৩
গম	২৪০১৭	২০১৯৭.৫৭
চিনি	২১৫২৮	১৬১৪৬
কে. তেল	৫৬৮১০ (কি.লি.)	৫৩৩৭৭ (কি.লি.)

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিভাগ ঃ এই বিভাগ খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জেলা নিয়ামক ও মহকুমা নিয়ামকের মাধ্যমে গণবন্টন ব্যবস্থার তদারকি করে। ডিজেল, রান্নার গ্যাস, আয়োডিন যুক্ত(লবন ও কেরোসিন তেল বিত্রি(র লাইসেন্স প্রদান ও পুনর্নবীকরণও এই দপ্তরের মাধ্যমে হয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংত্র(ান্ত বিভিন্ন অভিযোগের বিচার ও নিষ্পত্তি এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট অনুযায়ী মহকুমা শাসকেরা করে থাকেন। এর পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হ'ল -

বছর	মহকুমা	অভিযোগ	বিচার ও নিষ্পত্তি
২০০০-০১	ডোমকল	১০	৯
	সদর	১৩	৮
	লালবাগ	৪২	৮
	জঙ্গীপুর	৮	৩
	কান্দী	-	-

জলাশয় উন্নয়ন বিভাগ ঃপরিত্যক্ত(জলাশয়গুলির উন্নয়ন এবং তা থেকে সেচের ব্যবস্থাকল্পে ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল ট্যাঙ্কস্ ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট পাস হয়। ১৯৪০ সালে এই জেলায় এই অ্যাক্টের বলে কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে এই বিভাগে যে সকল কর্মীরা কাজ করছেন তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ—

পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মী সংখ্যা
প্রধান করণিক	১	—
হিসাব র(ক	১	—
উচ্চ বর্গীয় করণিক	৫	—
নিম্নবর্গীয় করণিক	৭	৭
ড্রাফটস ম্যান	১	—
অবর সহকারী ইঞ্জিনিয়ার	১	১
পরিদর্শক	২	২
সহ পরিদর্শক	৬	—
আমিন	৬	২
পিয়ন (গ্রুপ ডি)	৬	১
চেনম্যান	৭	১

২০০০-২০০১ সাল থেকে পরবর্তী ৩ বছরে এই বিভাগে মোট খরচের পরিমাণ যথাত্র(মে ২৮,৯৫০,৮৩৭ টাকা, ২৮,৪০০,৩১০টাকা ও ২৮,৩৮০,৯০৬। ১৯৯৮-৯৯ সালে জলকর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৮১,২৬৬ টাকা। ২০০০-২০০১ সাল থেকে পরবর্তী ৩ বছরে এই বিভাগে জলকর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল যথাত্র(মে ৮১,৭৩৯টাকা, ১০,২৪০,৭৩১টাকা ও ১০,১৬০,৭৮১টাকা

(তিপূরণ বিভাগ (কমপেনসেশন) ঃ পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ মোতাবেক যে সমস্ত এস্টেটের রায়তের জমিজমা অধিগ্রহণ করা হয় ঐ মধ্য স্বত্তভোগী বা রায়তকে (তিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা এই বিভাগ করে থাকে। এই দপ্তরের প্রধান জেলার (তিপূরণ আধিকারিক তিনি জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করেন, তার অধীনে থাকেন তিনজন মহকুমা (তিপূরণ আধিকারিক এবং একজন অবর (তিপূরণ আধিকারিক। গত কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ মোতাবেক তাদের দেওয়া (তিপূরণের পরিমাণ নিম্নরূপ

সাল	বিভাগ কর্তৃক দেয় (তিপূরণের পরিমাণ (টাকা)		
	আসল	সুদ	বার্ষিক বৃত্তি
১৯৯৮-৯৯	১৬০৮০	১১৭০৩	১৯৭৬৩৮
২০০০-০১	৬৪৮৭২	৯৩৭২০	১১৭৩৯৭
২০০১-০২	২৭০০৯	৫৯০০০	১৭৪৫৩২
২০০২-০৩	৫৮৮১২	৪৮১১৮	১৬৬৭৯০

গত তিনটি আর্থিক বছরে প্রদত্ত (তি পূরণের বিষয় ভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণী -১৪.১০ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী -১৪.১০

(তিপূরণের বিষয় ভিত্তিক পরিসংখ্যান

বৎসর	বিষয়	মোট সংখ্যা	ল(্যমাত্রা	সাফল্য	বকেয়া
২০০০ - ০১	নগদ (তিপূরণ	৪৭০	২৫	৮	১৭
	বন্ড	১১	২	০	১১
	দেবোত্তর	--	৩০	২৭	৩
	কনসাইনমেন্ট	১৬৪৪৬	২০০০	১৩৭	১৮৬৩
২০০১ - ০২	নগদ (তিপূরণ	৪৬২	২৫	৩	২২
	বন্ড	১৭	১১	৯	৮
	দেবোত্তর	--	৩১	৩০	১
	কনসাইনমেন্ট	১৬৩০৯	২০০০	৫৫৭	১৪৪৩
২০০২ - ০৩	নগদ (তিপূরণ	৪৫৯	২৫	৩	২২
	বন্ড	১৭	১৭	১১	৬
	দেবোত্তর	--	৩৯	৩৯	০
	কনসাইনমেন্ট	১৫৭৫২	২০০০	৮৮৩	১১১৭

সমাজ কল্যাণ বিভাগ ঃ সমাজ কল্যাণ বিভাগের উদ্দেশ্য হল সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবা দেওয়া। এই শ্রেণীর মধ্যে আছে শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, পরিত্যত্ত(শিশু, ভি(াবৃত্তির শিশু, অপরাধী শিশু, ভবঘুরে ইত্যাদি। যে সমস্ত কাজ এই বিভাগ করে থাকে সেগুলি হ'ল

(১) বার্ধক্য ভাতা ঃ যে ব্যত্তি(দের বয়স ৬০ বৎসরের বেশী (শারীরিক প্রতিবন্ধী হলে ৫৫ বৎসরের বেশী) এবং মাসিক আয় ১০০ টাকার কম তারা এই দপ্তর থেকে মাসিক ৪০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পেতে পারেন।

(২) বিধবা ভাতা ঃ যে দুঃস্থ অসহায় বিধবা মহিলাদের আয় মাসিক ১০০ টাকার বেশী নয় তারা মাসিক ৪০০ টাকা করে ভাতা পেতে পারেন।

(৩) অ(ম ভাতা ঃ কোন প্রতিবন্ধী ব্যত্তি(, যার মাসিক আয় ১০০ টাকার নীচে, তিনি মাসিক ৪০০ টাকা হারে ভাতা পাবার যোগ্য।

(৪) অপ্রতিষ্ঠানগত প্রযত্ন প্রকল্প ঃ যে দুঃস্থ ছাত্রের পারিবারিক মাসিক আয় ৫০০ টাকার নীচে তার অভিভাবককে ছাত্রটির প্রতিপালন ও শি(ার জন্য ৬০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় ১৯৯৮-৯৯ সালে ৭০ জনকে ১৩,৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

(৫) এ ছাড়া এই দপ্তর থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়।

সমাজের অবহেলিত ও যত্র তত্র ঘুরে বেড়ানো পথ শিশুদের ও সেই সঙ্গে সমাজের অসহায় দুস্থ পরিবারের শিশুদের আশ্রয় দেওয়া ও তাদের মানুষ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন হোম বা আবাস তৈরী করেছে। এখানে শিশুদের থাকা খাওয়া ছাড়া চিকিৎসা, শি(া, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই রকম হোমগুলি হ'ল বালকদের জন্য জুভেনাইল হোম এবং বানজেটিয়ার আফটার কেয়ার হোম।

বহরমপুরের জুভেনাইল হোমটির নাম আনন্দ আশ্রম। মুর্শিদাবাদ ছাড়াও নদীয়া, বীরভূম, উত্তর ও দ(ি ণ দিনাজপুর এবং মালদহের শিশুদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। এটি শু(হয়েছে ১৯৬২ সালে। হোমটির দুটি ভাগ। একটি শিশু অপরাধীদের জন্য। আবাসিকের সংখ্যা ৫০। দ্বিতীয় ভাগটি অন্যান্য পরিবার- পরিত্যত্ত(শিশুদের জন্য। আবাসিকের সংখ্যা ১৫০ জন। ২০০২ - ০৩ সালে এই হোমে শিশু অপরাধী ছিল ৪ জন এবং অন্যান্য শিশু ছিল ৯৪ জন। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র ছিল ৪৯জন।

(২) জুভেনাইল হোমের আবাসিকের বয়স ১৬ বছরের বেশী হলে তাদের বানজেটিয়ার আফটার কেয়ার হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানেই

সারণী -১৪.১১

সমাজ কল্যাণ বিভাগের কাজের খতিয়ান

বৎসর	প্রকল্প	উপকৃতের সংখ্যা	টাকা প্রদানের পরিমাণ
১৯৯৮-৯৯	বার্ধক্য ভাতা	২৭৫৬	১,৩৮,৯০,০৪০
	বিধবা ভাতা	৬৬৯৩	৩,৭১,৭৬০
	অন্যান্য ভাতা	৩৫৯	১৮,০৯,৩৬০
	প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র	১১৫	--
	প্রতিবন্ধীদের ছাত্র ভাতা	১৫১	১,৫১,০০০
২০০০ - ০১	বার্ধক্য ভাতা	২৭৫৬	১,৩৮,৮৫,২০০
	বিধবা ভাতা	৭১৩	৩৩,৭১,৭৬০
	অ(মতা ভাতা	৩৫৯	১৮,০৯,৩৬০
	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রযত্ন	৩৩০	১২৩৫৮
	প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র	১১৫	--
	প্রতিবন্ধীদের ছাত্র ভাতা	৫৪০	৩,৮৮,৮০০
	অর্থনৈতিক পুনর্বাসন	১৫১	১,৫১,০০০
	প্রতিবন্ধীদের পরিচয় পত্র	১২৩০	--
	উৎপাদন মুখি প্রশি(ণ	৪০	--
২০০১ - ০২	বার্ধক্য ভাতা	২৭৫৬	১,৩৬,৯৯,৯৮০
	বিধবা ভাতা	৭৩৫	৩১৩৪৮৮০
	অ(মতা ভাতা	৩৫৯	১৬৭০৭৬০
	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রযত্ন	৩৩০	২৩৫৭০০
	প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র	--	--
	প্রতিবন্ধীদের ছাত্র ভাতা	৬০৬	৪,৩৬,৩২০
	অর্থনৈতিক পুনর্বাসন	৬৩	৬৩,০০০
	প্রতিবন্ধীদের পরিচয় পত্র	৪০০০	--
	উৎপাদনমুখী প্রশি(ণ	৩০	--
২০০২ - ০৩	বার্ধক্য ভাতা	২৭৫৬	১,৪৭,৫৮,৩৮০
	বিধবা ভাতা	৬৬৯	৩৫,৮২,৩৯৫
	অ(মতা ভাতা	৩৫৯	১৯,২২,৪৪৫
	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রযত্ন	৩৩০	--
	প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্র	--	--
	প্রতিবন্ধীদের ছাত্র ভাতা	৬০৬	৬,৫৬,২৮০
	অর্থনৈতিক পুনর্বাসন	২৫০	--
	প্রতিবন্ধীদের পরিচয় পত্র	৪০০০	--
	উৎপাদনমুখী প্রশি(ণ	৪০	--

থাকে। এই হোমটি চালু হয়েছে ১৯৬২ সালে। এখানে সর্বোচ্চ ৬৫ জন আবাসিক থাকতে পারে। ২০০২ - ০৩ সালে আবাসিকের সংখ্যা ছিল ৪২। এখানে বৃত্তিমূলক প্রশি(ণের ব্যবস্থা আছে।

৩) বহরমপুর শহরের কাদাই এর ডেস্টিটিউট হোমে অর্থনৈতিক পুনঃর্বাসনের জন্য দুঃস্থ বালকদের আশ্রয় দেওয়া হয়। হোমটি চালু হয়েছে ১৯৫১ সালে। সর্বোচ্চ আবাসিক সংখ্যা ২০০। ২০০২ - ০৩ সালে এখানে আবাসিক ছিল ১৯ জন। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র ছিল ৮জন।

৪) অনাথ ও অবহেলিত বালিকা ও মহিলাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বহরমপুরে আছে আফ্‌টার কেয়ার হোম ফর গার্লস। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হোমটির নাম শিলায়ন। মোট ২০০জনের আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও ২০০২-০৩ সালে এখানে ৮৫ জন আবাসিক ছিল। হোমের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তর থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শি(াদানের ব্যবস্থা আছে। ২০০২-০৩ সালে মোট ছাত্র ছিল ৩৬ জন। তার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ছিল ২৮ জন ও মাধ্যমিক স্তরে ছিল ৮ জন। এই বছরে মুদ্রণ, বইবাঁধানো, সেলাই, তাঁতচালানো এই সব বৃত্তি মূলক শি(া নিয়েছে মোট ২৮ জন।

৫) উন্মাদ ভবঘুরেদের জন্য মহলন্দিতে ২৯৯ আসন বিশিষ্ট (পু(ষ - ১০০, মহিলা ১৯৯) একটি হোম আছে। ২০০২ - ০৩ সালে ৫০জন পু(ষ ও ৫১ মহিলা ঐ হোমে আশ্রয় পেয়েছিল।

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প সেল ঃ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প ১৯৭৫ সালে আরম্ভ হয়। মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিশু ও মায়েদের প্রয়োজনীয় যত্ন নেওয়া। এটা মা ও শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাক বিদ্যালয় শি(া, স্বাস্থ্য পরী(া করা, গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্বাস্থ্য শি(া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই পরিকল্পনা। দেশে এই পরিকল্পনা একদিকে যেমন শিশুর মায়েদের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করবে, সঙ্গে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করবে।

৬ বৎসর অনুর্ধ যে বাচ্চারা সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না তাদের জন্য এই প্রকল্প বেশ সাড়া জাগিয়েছে। এই জেলার ২৬ টি ব্লকই এখন এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। এক জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও এক জন সাহায্যকারী এই দুজন প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র চালায়। এখানেই বাচ্চাদের প্রাক স্কুল পঠন পাঠন, পুষ্টি যুক্ত(খাবার সরবরাহ এবং অভিজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে স্বাস্থ্য পরী(া ইত্যাদি করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৩৮১৯ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও ৩৬২৭ জন অঙ্গনওয়াড়ী সহায়ক কাজ করছে। শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করার জন্য সুপারভাইজার আছেন।

বর্তমান কর্মীর সংখ্যা (জেলা অফিসে)

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মী সংখ্যা
জেলা কার্যত্র(ম- আধিকারিক	১	১
পরিসংখ্যান সহকারী	১	১
উচ্চ করণিক	১	১
অবর করণিক	১	১
ড্রাইভার	১	১
পিওন	১	১

বর্তমান কর্মীর সংখ্যা (ব্লক স্তরে)

পদের নাম	অনুমোদিতপদ	কর্মী সংখ্যা
সি. ডি. পি. ও. —	২৬	১৬
সহকারী সি. ডি. পি. ও.	১৮	৫
তত্ত্বাবধায়ক	২৩১	১০২
উচ্চবর্গীয় করণিক	৪৫	২৮
ক্যাশিয়ার ও নিম্নবর্গীয়করণিক	২৬	২৬
স্টোরকিপার কাম টাইপিস্ট	২৬	১৮
ড্রাইভার	২৮	২২
পিওন	৪২	৩৮
নাইটগার্ড	১৩	১৩

শিশুবিকাশ প্রকল্প মূলত কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, কেয়ার (আমেরিকান সংস্থা) এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় চলছে। জেলার প্রতিটি ব্লকেই সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অফিস আছে। এ জেলায় ১৩ টি আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পে কেয়ার সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া কর্ণ-সয়া-ব্লেন্ড (সি.এস.ডি.) ও পরিস্রুত ভেজিটেবিল অয়েল এবং অবশিষ্ট১৩ টি প্রকল্পে খিচুড়ি খাওয়ানো হ'ত। ১.১.২০০৩ থেকে জেলার ২৬টি প্রকল্পেই খিচুড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। ২০০২-০৩ সালে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৩৫,৪৩৪ জন শিশুর ও ২২,০৮২ জন প্রসূতি ও সদ্যপ্রসবা মা উপকৃত হয়েছে। বাচ্চার টীকাকরণ পরিকল্পনায় ১৯৯৮-৯৯ সালে শিশুবিকাশ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে টীকা দেওয়া হয়েছে (সারণী -১৪.১২ তে দেওয়া হ'ল)।

সারণী -১৪.১২

শিশুবিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে টীকাদান

ডি পি টি	-	৬৫,৭৪৮
পোলিও	-	৬৮,৩০৫
হাম	-	২৫,৫২৯
বি সি জি	-	৭৬,৩১৭

উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগ ঃ এই বিভাগ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মূল্যায়ন, তদারকি ও তহবিল বন্টন করে থাকে। যেমন—সংসদ সদস্যদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল, বিধান সভা সদস্য এলাকা উন্নয়ন তহবিল, বর্ডার এলাকা উন্নয়ন কার্যত্র(ম, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু নিগমের ঋণ প্রকল্প ইত্যাদি। এছাড়া বার্ষিক কার্যকরী জেলা পরিকল্পনা রচনা ও জেলা পরিকল্পনা কমিটির কাছে জেলা পরিকল্পনা পেশ ও অনুমোদন, কার্যত্র(মের মূল্যায়ন, জেলা পরিকল্পনা কমিটির নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন ইত্যাদিও এই দপ্তরের কাজ। এই বিভাগের কর্মীসংখ্যা নিচে দেওয়া হ'ল -

পদ	অনুমোদিত পদ	কর্মীসংখ্যা
জেলা স্তরে		
জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক	১	১
ইকোনমিস্ট-কাম-ত্রে(ডিট প্ল্যানার	১	১
অবর সহ-বস্তুকার	১	১
উচ্চবর্গীয় করণিক	৭	৭
নিম্নবর্গীয় করণিক	১	১
টাইপিস্ট	১	১
ব্লক পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ক	১	১
হান্টার	২	২
ব্লক স্তরে		
নিম্নবর্গীয় করণিক	২৬	২৬
টাইপিস্ট	২৬	২৫
অবর সহবাস্তুকার	২৬	২৬
এ.পি.ডবলিউ.	১৭	১৬
ব্লক পরিঃ তত্ত্বাবধায়ক	২	২

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের খতিয়ান নিচে দেওয়া হ'ল।

পরিকল্পনা	প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা	পরিমাণ (টাকায়)
১৯৯৮-৯৯		
সাংসদ এলাকা উন্নয়ন	১৩৯	২,৯৮,০০,০০০
বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন	-	-
২০০০-০১		
সাংসদ এলাকা উন্নয়ন	৫৯৯	১২৪২.৭৭
বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন	৪১৯	২৩৯.২৮
২০০১-০২		
সাংসদ এলাকা উন্নয়ন	২৩৭	৫৭৫.৭৪
বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন	১৫৪	১৬৮.৭৫
২০০২-০৩		
সাংসদ এলাকা উন্নয়ন	৪৬৬	১০৮৪.৪০
বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন	৫৫	৬৭.৫১

সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচী চালু হয়েছে ১৯৯৩-৯৪ সালে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, শি(া ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো জেলার অন্য অংশের তুলনায় পশ্চাদপদ। এর প্রভাব পরেছে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে বসবাসকারী জনসাধারণের জীবন যাপনে। এই অঞ্চলে জীবন যাত্রার মানোন্নয়ের অপরিহার্য শর্ত যোগাযোগ, শি(া, স্বাস্থ্য ইত্যাদির পরিকাঠামোগত বিকাশের জন্য এই কর্মসূচীতে অর্থবরাদ্দ হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর-১, রাণীনগর-২, সুতি-১,সুতি-২, সামশেরগঞ্জ, ভগবানগোলা-১,ভগবানগোলা-২, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ-২, জলঙ্গী এই দশটি ব্লক এই কর্মসুচীর আত্ততাভুক্ত(। গতকয়েক বছরে সীমান্ত উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হ'ল -

বছর	বরাদ্দ (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
১৯৯৮-৯৯		২,১৭,০০,০০০
২০০১-০২	৭,৫৪,৭০,০০০	৩,০৯,২১,৮৮০
২০০২-০৩	৬,৮০,৬৩,০১০	১,৮৯,৪৬,৫০৩

জেলার বার্ষিক ঋণ পরিকল্পনার নিবিড় গ্রামীণ শক্তি(কর্মসূচী (আই.আর.ই.পি.) রূপায়ণের তদারকি এই দপ্তর করে। এ জেলার হরিহরপাড়া ও সাগরদীঘি ব্লকে আই.আর.ই.পি.-র কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রকল্পভিত্তিক ঋণ দিয়ে থাকে। ঐ নিগমের জেলার

sir computer /Desktop/Folder/ Murshidabad t/File Chapter
Prasasan

কাজ হয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে। নিগমের জেলা ভিত্তিক কার্যাবলীর পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হ'ল -

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের কার্যাবলী

বছর	প্রস্তাবিত প্রকল্প	অনুমোদিত প্রকল্প	ঋণ (ল(টাকা)
১৯৯৮-৯৯		১৬২	১৩০.৬৯
২০০০-০১	৯৩৭	৪২২	২০১.২৪
২০০১-০২	৮৫৭	৪১২	১৯৫.২৪
	(টার্ম লোন)		
	৭৩৩	৭৩৩	৮৭.৮৭
	(ক্লাস্টার লোন)		
২০০২-০৩	১০৮০	২৩৭	১০০.০০

ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ ঃ এই বিভাগের মুখ্য কাজ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যেমন—রাস্তাঘাট তৈরী, শিল্প স্থাপন, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, নদীর পাড় বাঁধানো, আন্তর্জাতিক সীমারেখা তত্ত্বাবধানে রাস্তাঘাট, আউটপোস্ট ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজে জমি অধিগ্রহণ করা বা অর্জন করা। এছাড়া রাজ্যসরকারী বা কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের ভাড়া বাড়ীর ভাড়া নিরূপণ করা এবং কোন সভা বা সংগঠনের আবেদনে ও সরকারী প্রয়োজনে জমির মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া এই বিভাগের কাজ।

১৯৯৮-৯৯ সালে ২৮৫ টি কেসে ১২৪৬.০৩৫ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে। মোট আদায়কৃত তহবিলের পরিমাণ ২১,০৭,৫৭৩ টাকা ন্যায্য ভাড়া নিরূপণ করেছে ৪০ টি কেসে। জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করে দেওয়া ও নায্য ভাড়া নিরূপণ করে ৬০টি কেসে মোট ৯৬৩১৮ টাকা আদায় হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা কারন জেলার বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক। তাঁকে সহায়তা করেন ২ জন অতিরিক্ত(ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক। এ ছাড়া অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীর তথ্য নিচে দেওয়া হ'ল-

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মীসংখ্যা
সহকারী ভূমি অধিগ্রহণ আধিকারিক	৬	২
কানুনগো	২	২
ড্রাফটসম্যান	৫	২
সার্ভেয়ার	১৩	১২
ক্যালকুলেটর	৫	৫
উচ্চবর্গীয় করণিক	১১	৯
নিম্ন বর্গীয় করণিক	৮	৭
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	২২	২১
প্রসেস সার্ভার	৬	৩
চেনম্যান	১০	৫

ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর কর্তৃক (সরকারী দপ্তরের ভাড়াবাড়ির সার্বিক ভাড়া নির্ধারণ ও জমির মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক) কাজের প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হ'ল -

ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর ভাড়া নির্ধারণ ও জমির মূল্য নির্ধারণ

কাজ	বৎসর	দরখাস্ত	নিষ্পত্তি
ভাড়া নির্ধারণ	২০০০-০১	৫৬	৪৮
	২০০১-০২	৭০	৫৭
	২০০২-০৩	৬০	৫৬
জমির মূল্য নির্ধারণ	২০০০-০১	১০৮	৯৯
	২০০০-০২	৭৫	৫৭
	২০০২-০৩	৬৪	৪১

যুবকল্যাণ দপ্তর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের ভাবনাচিন্তা মূলতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক যুবক যুবতীদের নিয়ে। এঁদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য, সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা ও খেলাধূলা বিকাশের জন্য এবং স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যুবকল্যাণ দপ্তর কর্মসূচী পালন করে থাকে।

১) পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র ও যুব উৎসব।
২) খেলাধূলার সামগ্রী বিতরণ।
৩) বৃত্তিমূলক প্রশি(ণ।
৪) গ্রামাঞ্চলে খেলাধূলার মাঠের উন্নয়ন।
৫) জেলাস্তর শরীরচর্চার জন্য মালটি-জিমের ব্যবস্থা।
৬) ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক - যুবতীদের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক সেমিনার ও বিজ্ঞান মেলা সংগঠিত করা।
৭) কমপিউটার প্রশি(ণ
৮) বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প।

ত্রীড়া ও যুবকল্যণ দপ্তরের প্রশাসনিক পরিকাঠামো নিচে দেওয়া হ'ল-

ত্রীড়া ও যুবকল্যণ দপ্তর
যুবকল্যাণ অধিকার,
জেলা যুব করণ

ব্লক যুব করণ | পৌর যুব করণ | বরো যুব করণ

sir computer /Desktop/Folder/ Murshidabad t/File Chapter Prasasan

সারণী -১৪.১৩
ভূমি অধিগ্রহণ প্রথম আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ সংত্র(ান্ত কাজ

দপ্তর	২০০০-২০০১		২০০১-২০০২		২০০২-২০০৩	
	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)
সুপারিনটেনডেন্ড ইঞ্জিনিয়ার স্টেট হাইওয়ে সার্কেল	৪	৩১.৮১৩	০২	০৯.৫৭	০২	০৯.৫৭
সি.পি.ডব্লিউ.ডি	২	৩.২৫	--	--	--	--
বি.এস.এফ	২	৬৮.০৬	০৫	০৮.৪৯	০১	০১.৩০
পি.ডব্লিউ.ডি	১	২.০৫	০২	১০.০৪	০২	১০.০৪
রিলিফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার	৩	৭.৭২	--	--	--	--
পি.এইচ.ই	১২	৬.৫৭৫	১১	১.২৩	০৩	০.২৪
ইরিগেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়ে	৮	৪২.৪২	৪	৪.১২	০৪	৪.১২
ডব্লিউ .বি .এস.ই.বি	১	২.৯০	০১	২.০০	০১	২.০০
আর.এম.সি.(জঙ্গীপুর)	--	--	০১	৯.০৪৫	--	--
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ	--	--	০১	০.১৮	০১	০.১৮
সাগরদীঘি সুপার থার্মাল পাওয়ার	--	--	--	--	১৫২	৯১২.০০

সারণী -১৪.১৪
ভূমি অধিগ্রহণ দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ সংত্র(ান্ত কাজ

দপ্তর	২০০০-২০০১		২০০১-২০০২		২০০২-২০০৩	
	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)	দরখাস্ত	জমির পরিমাণ (একর)
মুর্শিদাবাদ হাইওয়ে ডিভি. - ২	১৮	১২৪.৯৯১৪	১৭	১১৯.০২৮৪	১৭	১১৯.০২৮৪
রিলিফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার	৫	৬১.৭২	০৫	৬১.৭২	--	--
ডব্লিউ .বি .এস.ই.বি	১	১.৯৮	০১	--	--	--
ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভি.- ৭	৬	৬৪.৫৪	০৫	৫৯.০৪	০৫	৫৯.০৪
বি.এস.এফ	৫	১৪.৬৭	০৩	১০.৪৭	০৩	১০.৪৭
পি.এইচ.ই	৭	১.২৪	০৭	১.২৪	০৭	১.২৪
মুর্শিদাবাদ হাইওয়ে ডিভি.-১	২২	১২৩.৬৭৪৩	২২	১২৩.৬৭৪৩	২২	১২৩.৬৭৪৩
ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট	৭	২০.৫১	৭	২০.৫১	৭	২০.৫১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১	৬.৭২	১	৬.৭২	১	৬.৭২
ইরিগেশন এন্ড ওয়াটারওয়ে	১৬	২৫৬.৫৮২৫	১৫	২০৫.৪৭২৫	১৫	২০৫.৪৭২৫

২০০০-০১ আর্থিক বছর থেকে যুবকল্যাণ দপ্তর বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে শিল্প, প্রত্রি(য়াকরণ, ব্যবসা, পরিষেবা এবং কৃষি ব্যতিত অন্য যে কোনও ছোট ছোট ব্যবসায়িক ইউনিটের বৃদ্ধি ঘটিয়ে বেকার যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা। ব্যত্তি(গত প্রকল্পটিকে 'আত্মমর্যাদা' এবং দলগত প্রকল্পটিকে 'আত্মসম্মান' নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

গত ২০০১-২০০২ আর্থিক বছরে মুর্শিদাবাদ জেলায় সাতটি পৌরসভা এলাকায় মোট ১০৭ টি বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে যার মোট প্রকল্প ব্যয় হল - ৫,৯৬,৫৪,৫৫৫ টাকা। সং(-ষ্ট ১৯৭ জন বেনিফিসিয়ারিকে ভতুর্কী বাবদ মোট ৮৯,৪৮,১৩৬, টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়নে এই জেলার স্থান পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়।

বর্তমান আর্থিক বছরে ৫২৫ জন বেকার যুবক যুবতীকে বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে ঋণ দেবার ল(্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ভয়াবহ বেকারত্বের যুগে এই প্রকল্প প্রতিবছর বেশ কিছু বেকার যুবক যুবতীকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে।

অন্তঃশুল্ক বিভাগ বা আবগারী বিভাগ ঃ এই বিভাগের দুটি মূল উদ্দেশ্য। অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং অন্তঃশুল্ক জনিত অপরাধ হ্রাস বা বন্ধ করা। নানাবিধ উত্তেজক পদার্থ যা মানুষকে উত্তেজিত করে মাতাল করে ইত্যাদি পণ্যের উপর যে শুল্ক বা কর এই বিভাগ সেই কর আদায় করে। যে সমস্ত অ্যাক্টের বলে এই বিভাগ কাজ করে তা হ'ল বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট ১৯০৯, নারকোটিক এ্যাণ্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টান্স অ্যাক্ট ১৯৮৫।

অপরাধীর বি(দ্ধে কেসের সংখ্যা

বৎসর	সংখ্যা
১৯৯৫-৯৬	২০৩৩
১৯৯৬-৯৭	২৩৫৮
১৯৯৭-৯৮	১৭৪৯
১৯৯৮-৯৯	১৬৫৮
১৯৯৯-২০০০	১৭৬৮

১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০ সাল পর্যন্ত এই জেলায় অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হয়েছে নিম্নরূপ -

বৎসর	অন্তঃশুল্কের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় (টাকায়)	
১৯৯৩-৯৪	২৭৭৫২৫০৬	—
১৯৯৪-৯৫	৩১১২৯০২৯	+ ১২.২ ক্ম ত্র(মবৃদ্ধি
১৯৯৫-৯৬	৩৮৫৮৭৪৬১	+ ২৪ ক্ম ত্র(মবৃদ্ধি
১৯৯৬-৯৭	৪৮৯৭৭৯৯৫	+ ২৭ ক্ম ত্র(মবৃদ্ধি
১৯৯৭-৯৮	৬১১৯২৭৮৬	+ ২৫ ক্ম ত্র(মবৃদ্ধি
১৯৯৮-৯৯	৭৪৬৬৭৭২৫	+ ২২ ক্ম ত্র(মবৃদ্ধি
১৯৯৯-২০০০	৮৩৯৯৮১৫৪	

সারণী -১৪.১৫
উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার (টাকার অঙ্কে)
(১৯৯৪-১৯৯৯)

বৎসর	দেশী মদ	বিয়ার	পচাই	অন্যান্য
১৯৯৫-৯৬	১০,০১,২৪৪	১,৩৭,৫৩১	২,৮৩,০১২	৮৩,১০০
১৯৯৬-৯৭	১২,১২,৭৬০	১,৩৪,০৪৪৬	২,৯৭,১৫৪	৭৮,১৯৮
১৯৯৭-৯৮	১৩,২৩,৮৭০	১,৪০,৯৯৬	২,৭৯,৫৮৯	৮৯,৪৩৩
১৯৯৮-৯৯	১৫,৬৮,৮৫০	১,৭৯,০৯২	২,৪২,৮০৬	১,০৭,৭৭৮

sir computer /Desktop/Folder/ Murshidabad t/File Chapter Prasasan

মুর্শিদাবাদ জেলা জনশি(া প্রচার কর্মসূচী ঃ মূলত বয়স্ক শি(া, অপ্রচলিত শি(া, প্রতিবন্ধীদের শি(া, সমাজশি(া, সা(রতা, রাজ্য কল্যাণ, সাহায্য প্রাপ্ত কল্যাণ কেন্দ্র, অডিও ভিসুয়াল শি(া এইসব বিষয় ও সংশিষ্ট সংগঠনগুলি দেখভালের জন্য জনশি(া প্রসারণ বিভাগের সূচনা হয়। বিভাগীয় কর্মসূচীকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেবার ল(্যে ব্লক স্তরে রয়েছেন দুজন আধিকারিক, একজন সম্প্রসারণ আধিকারিক, জনশি(া প্রসারণ, অন্যজন মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক, জনশি(া প্রসারণ। বর্তমানে জেলায় মোট ৩৪ জন সম্প্রসারণ আধিকারিক বিভিন্ন ব্লকে কর্মরত আছেন। জেলা জনশি(া প্রসারণ আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণে থেকে এই সমস্ত আধিকারিকেরা সরকারী পরিকল্পনার সুফল গ্রামস্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

বয়স্ক শি(া উচ্চবিদ্যালয় ঃ যে সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তি(সা(রতা উত্তর পর্বে আরো শি(াগ্রহণে ইচ্ছুক বা যারা কোন কর্ম(ে ত্রে নিযুক্ত(থাকায় প্রথাগত শি(াগ্রহণে অপারগ তাদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শি(াদানের উদ্দ্যেশ্যে রাজ্য সরকার বয়স্ক শি(া উচ্চ বিদ্যালয় প্রকল্প চালু করেছেন। বর্তমানে জেলায় দুটি বয়স্ক শি(া উচ্চ বিদ্যালয় চালু আছে। এছাড়া কান্দী রাজ বয়স্ক শি(া উচ্চ বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু হতে চলেছে।

বিদ্যাসাগর বয়স্ক শি(া বিদ্যালয় ঃ বিদ্যালয়টি বহরমপুরের গোরাবাজার শিল্পমন্দির উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনে অবস্থিত। এটি একটি নৈশ বিদ্যালয়। একজন প্রধান শি(ক, চারজন সহ শি(ক এবং পিওন/দপ্তরী নিয়ে পরিচালিত হয় নৈশ বিদ্যালয়টি। সন্ধ্যে ৬ টা থেকে রাত্রি ৯-৩০ পর্যন্ত স্কুল চলে। সরকারী নিয়মানুযায়ী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী স্তর - ১(সপ্তম, অষ্টম শ্রেণী স্তর - ২ এবং নবম ও দশম শ্রেণী স্তর - ৩ হিসাবে বিবেচিত হয়।

নবাব বাহাদুর বয়স্ক শি(া বিদ্যালয় ঃ এই বিদ্যালয়টি মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন ভবনে চালু আছে। সন্ধ্যে ৬ টা থেকে রাত্রি ৯-৩০ মিনিট চলা এই বিদ্যালয়ে রয়েছেন একজন প্রধান শি(ক চারজন সহশি(ক এবং একজন পিয়ন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বয়স্কশি(া কেন্দ্রের দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিক পরী(ায় বসার ব্যাপারটি বর্তমানে মধ্যশি(া পর্ষদের বিবেচনাধীন রয়েছে।

কেন্দ্রীয় রাজ্য কল্যাণ কেন্দ্র ঃ বহরমপুর স্টেশন রোডে অবস্থিত এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৪৩ সালের ৩ রা জানুয়ারী। ২১.১৮ একর এলাকায় বিস্তৃত এই কেন্দ্রে সর্বাধিক ১৫০ জন আবাসিক থাকতে পারে। দারিদ্রসীমার নিচে অবস্থিত পরিবারের ৬ - ১২ বছর বয়সী বালকগণ এই কেন্দ্রে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। কিছু বিশেষ (ে ত্রে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরেরাও এখানে আশ্রয় পেয়ে থাকে। লবনহ্রদের (সল্টলেক) বিকাশ ভবনস্থিত জনশি(া প্রসারণ অধিকর্তা এই কেন্দ্রে ভর্তির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়ে থাকেন। কেন্দ্রটিতে একটি নিম্নবিদ্যালয় চালু আছে। কেন্দ্রের আবাসিকগণ সেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শি(া পেয়ে থাকে। অষ্টম শ্রেণী পাশ করার পর এখানকার আবাসিকদের উচ্চশি(ার জন্য বানীপুর- এ অবস্থিত রাজ্য কল্যাণকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়।

কেন্দ্রটির কর্মচারী পরিকাঠামো এইরকম - (ক) অধী(ক - ১ (খ) সহ অধী(ক - ১ (গ) ভাঁড়ার করণিক - ১ (ঘ) সাহায্যকারী - ২ (ঙ) পরিচারিকা - ২ (চ) ঝাড়ুদার - ৩ (ছ) দারোয়ান - ৩ (জ) রাঁধুনী - ১ (ঝ) পরিচারক - ২ (এ() সহকারী - ১ (ট) মালি - ২ (ঠ) অফিস সহায়ক - ১ (ড) পিয়ন - ১ (ঢ) চিকিৎসা সহায়ক - ১ (ণ) সেবিকা - ১ (ত) প্রধান শি(ক - ১ (থ) সহকারী শি(ক - ৪ (দ) আংশিক সময়ের চিকিৎসক - ১

বর্তমানে আবাসিকগণের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশি(ণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডিজেলচালিত পাম্পসেট মেরামতি ও সং(-ষ্ট কাজকর্ম এবং বৈদ্যুতিক লাইন ওয়্যারিং বিষয়ে এখানে ছ'মাসের প্রশি(ণ দেওয়া হয়। একসঙ্গে ৪০ জন আবাসিক ছাত্র এই প্রশি(ণ কর্মসূচী- দুটিতে অংশ নিতে পারে।

জেলাশাসক তাঁর পদাধিকার বলে কেন্দ্রের কার্যকরী সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

মহারাণী নীলিমাপ্রভা মূক ও বধির প্রতিষ্ঠান ঃ এটি জনশি(া প্রসারণ দপ্তরের সাহায্যপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। মূক ও বধির ছাত্রছাত্রীরা এখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় শি(া পেয়ে থাকে। এটি একটি আবাসিক শি(া প্রতিষ্ঠান হলেও বহিরাগত ছাত্রছাত্রীরাও এখানে পাঠগ্রহণ করতে পারে। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে এই প্রতিষ্ঠানে। ২০০০-০১ সালের শ্রেণীভিত্তিক ছাত্রছাত্রী ভর্তির হিসাব এই রকম -

স্তর/ শ্রেণী	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
প্রারম্ভিক স্তর - ১	১৬	৪	২০
প্রারম্ভিক স্তর - ২	১৪	৫	১৯
প্রারম্ভিক স্তর - ৩	১১	৪	১৫
প্রারম্ভিক স্তর - ৪	১০	৬	১৬
প্রথম শ্রেণী	১৫	৭	২২
দ্বিতীয় শ্রেণী	৭	৫	১২
তৃতীয় শ্রেণী	১৩	৪	১৭
চতুর্থ শ্রেণী	৯	৮	১৭

প্রতিষ্ঠানটিতে ঐ শি(াবর্ষে আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৭ জন, ছাত্রী ছিল ২৮ জন। এছাড়াও বহিরাগত ৪৩ জন ছাত্রছাত্রী ঐ প্রতিষ্ঠানে শি(াগ্রহণ করত।

ঐ শি(াবর্ষে প্রতিষ্ঠানটির শি(ক অশি(ক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা ছিল এইরকম -

কর্মচারী	পু(ষ	মহিলা	মোট
শি(ক কর্মচারী	৯	৪	১৩
অশি(ক কর্মচারী	৬	০	৬
ছাত্রাবাস কর্মচারী	৬	৩	৯
আংশিক সময়ের কর্মচারী	১	১	২
মোট	২২	৮	৩০

ঐ কালপর্বে প্রতিষ্ঠানটিতে শূন্যপদ ছিল ২ টি।

এখানে হস্তশিল্প ভবনে বৃত্তিমূলক পাঠদানেরও ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এখানে ছাপাখানার কাজ, দরজীর কাজ এবং ছুতোরের কাজ শেখানো হয়। মূক ও বধির উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছে।

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তর ঃ এই দপ্তরের কাজগুলি হ'ল ১) আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক - পূর্বস্তরের (ক) বুক গ্র্যান্ট, (খ) মেনটেন্যান্স কাজ, (গ) হোস্টেল চার্জ ইত্যাদি বিষয় দেখভাল করা(২) ল্যান্ড অ্যালিয়েনেশন ও রেস্টোরেশন সংত্র(ান্ত বিষয় দেখা(৩) তপসিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র ছাত্রীদের মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি প্রদান ও আশ্রম হোস্টেলের দেখভাল করা(সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ ইত্যাদি। জেলায় এই দপ্তরের প্রধান পরিচালক জেলা প্রকল্প আধিকারিক তথা মঙ্গল আধিকারিক। তাঁকে দৈনন্দিন কাজের সহায়তা করেন একজন অতিরিক্ত(মঙ্গল আধিকারিক। জেলা দপ্তরের পরিকাঠামো বা কর্মীসংখ্যা নিচের সারণীতে দেওয়া হ'ল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মীসংখ্যা
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা মঙ্গল আধিকারিক	১	১
অতিরিক্ত(মঙ্গল আধিকারিক	১	১
অবর সহ বাস্তুকার	২	১
কানুনগো	১	--
উচ্চবর্গীয় করণীক	৮	৯
পরিদর্শক	৩২	১৫
টাইপিষ্ট	৪	৩
লেডি ইনস্ট্রাকটর	২	১
অ্যাসিসটেন্ট লেডি ইনস্ট্রাকটর	২	১
নাইট গার্ড কাম দারওয়ান	২	২
সোসাল ওয়ারকার	৬	৪
নাইট গার্ড	১	১
ক্যাশিয়ার	১	১
পিওন	৪	৪
চেনমেন	২	২
হেলপার	৩	১
ড্রাইভার	২	২
মোট	৭৪	৪৯

দপ্তরের গত কয়েক বছরের কাজের খতিয়ান দেওয়া হ'ল।

সারণী -১৪.১৬

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তর পরিচালিতআশ্রম হোস্টেলগুলির ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা।

আশ্রম হোস্টেল	ছাত্র ছাত্রী	ব্যয় (টাকা)		
		২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩
পুরাপারা আশ্রম হোস্টেল	৩০	১,৪৪,০০০	১,৫৫,১০০	১,০২,০০০
নওয়া পাড়া আশ্রম হোস্টেল	৩০	১,১৩,০০০	১,৫৫,১০০	১,৩২,০০০
সুসনী ডাঙ্গা আশ্রম হোস্টেল	৩০	১,১৩,০০০	১,৫৫,১০০	১,৩২,০০০
চরক আশ্রম হোস্টেল	২০	৭১,০০০	১,০৪,২০০	১,২৮,০০০
পলসন্ডা এন.এন আদিবাসী আশ্রম হোস্টেল	২০	৭৭,০০০	১,০৪,২০০	---
মুকুন্দ বাগ আশ্রম হোস্টেল	২০	৭৬,০০০	১,০৪,১৭০	৮৮,০০০
দিয়ার এইচ.এন.এম আশ্রম হোস্টেল	২০	--	১,২৫,৭৩৪	৭৫,০০০
নেহে(নগর আশ্রম হোস্টেল	২০	--	--	৮৭,০০০

সারণী -১৪.১৭

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণ দপ্তরের বিবিধ কার্যাবলী

বৎসর	কাজ	ল(্যমাত্রা ছাত্র ছাত্রী	ল(্যমাত্রা আর্থিক (ল(টাকা)	সাফল্য ছাত্র ছাত্রী	সাফল্য আর্থিক(ল(টাকা)
২০০০-০১	তপসিলী জাতি ছাত্র (মাধ্যমিক উত্তর)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৪৫০০০	৪৫.০০	৫৩৮৬৩	৫২.১১
	২। হোস্টেল চার্জ	৪৪২	১৩.২৬	৪৩১	১২.৯৩
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	৩৫০০	১২.৬০	৩০৯৫	১১.২৪
	তপঃ উপজাতি (মাধ্যমিক পূর্ব)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৩০০০	৩.০০	৩৪০৮	৩.৪০
	২। হোস্টেল চার্জ	৬১৬	১৮.৪৮	৬০৭	১৮.২০
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	১৭০০	৬.১২	১৬২৬	৫.৮৫
	৪। অন্যান্য	৩০০০	১.৮৯	১৬৩	১.০৯
	মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি				
	১। তপসিলী জাতি ছাত্র ছাত্রী	৪৩৭০	৬১.১৮	৪৪৯৯	৬১.৯৪
	২। তপসিলী উপজাতি ছাত্র ছাত্রী	৩৫০	৪.৯০	২২৫	৩.২৫
২০০১-০২	তপসিলী জাতি ছাত্র (মাধ্যমিক উত্তর)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৫৯০০০	৫৯.০০	৫০০৩৮	৪৯১৯৫৮০
	২। হোস্টেল চার্জ	৪৪২	১৩.২৬	৩৯৯	১১৯৭৬০০
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	৩৫০০	১৬.৮০	৩৪৬৩	১৬৬২২৪০
	তপঃ উপজাতি (মাধ্যমিক পূর্ব)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৩৭৫০	৩.৭৫	৪৪৬১	৪৫৫০৮৫
	২। হোস্টেল চার্জ	৬১৬	১৮.৪৮	৬১৪	১৮৪৩২০০
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	১৭০০	৮.১৬	১৩৭৯	৬৬১৯২০
	৪। অন্যান্য	৩০০০	২.১০	১৮২৭	১০৪৯৯৬
	মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি				
	১। তপসিলী জাতি ছাত্র ছাত্রী	৪৯০০	৬৬.০০	২৭৫৪	৪৬৯৯৮৮০
	২। তপসিলী উপজাতি ছাত্র ছাত্রী	৩৫০	৪.০০	১৭০	২৭৭৭৮৫
২০০২-০৩	তপসিলী জাতি ছাত্র (মাধ্যমিক উত্তর)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৬৪৯০০	৬৪.৯০	৪৩৪৪৩	৪৪.৯০
	২। হোস্টেল চার্জ	৪৪২	১৭.৬৮	৪৩৮	১৬.২৭
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	৩৫০০	১৬.৮০	৩১৮৭	১৫.৩০
	তপঃ উপজাতি (মাধ্যমিক পূর্ব)				
	১। বুক গ্র্যাণ্ট	৪১২০	৪.১২	৩৯৪০	৪.০০
	২। হোস্টেল চার্জ	৬১৬	২৪.৬৪	৬১১	২০.১০
	৩। মেনটেন্যান্স চার্জ	১৭১০	৮.২১	১১৭৭	৫.৬৫
	৪। অন্যান্য	৩৩০০	২.১০	১৯৮৮	১.১৪
	মাধ্যমিক উত্তর বৃত্তি				
	১। তপসিলী জাতি ছাত্র ছাত্রী	৫৩৯০	৭২.৬০	৫১৫৮	৯৩.৯৮
	২। তপসিলী উপজাতি ছাত্র ছাত্রী	৩৮৫	৪.৪০	১৭৮	৩.৭৮